দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ১২ FEB 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কওমী মাদরাসার খসড়া শিক্ষা নীতির সুপারিশ

প্রাথমিক শিক্ষায় অংক ইংরেজী উর্দু সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যের সুপারিশ

মাধ্যমিক শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

□ স্টাফ রিপোর্টার

কওমী শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকাশিত খসড়ায় প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষা ও নারী শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে খসড়া শিক্ষানীতির সুপারিশের মধ্যে রয়েছে। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বা সাবাহী মক্তবের বিষয়ে সুপারিশে বলা হয়েছে আজকের শিশুরাই পৃঃ ১২ ক ঃ ৬

প্রাথমিক শিক্ষায় অংক

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

আগামীর ভবিষ্যৎ। তারাই গড়বে ভবিষ্যৎ পৃথিবী। এ লক্ষ্য সামনে রেখে শিশুদের গড়ে তুলতে হবে সেভাবেই। শিশুদের কোনো একটি মুহূর্তও যেনো হেলা-ফেলায় নষ্ট না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রেখে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে। দেশের প্রতিটি শিশু যেন মক্তবিয়াতে দ্বীন শিখতে পারে তাই ৪-৫ বছর থেকেই শিশুদের শিক্ষা, কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে। এশিক্ষাকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা বলে গণ্য করা হবে। দেশের প্রতিটি মাদরাসা ও মসজিদে সকালে ১ ঘণ্টা করে এ শিক্ষাক্রম পরিচালিত হবে। এখানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হবেন শিশু শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষকবৃন্দ। এ শিক্ষার আওতায় প্রাধান্য পাবে ধর্মীয় শিক্ষা। এ শিক্ষা শেষ করে অনায়াসে যেনো একজন শিক্ষার্থী মাদরাসা বা স্কুলের ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। তবে লক্ষ্য থাকবে এখানকার শিক্ষার্থীদের মাদরাসামুখী করার। এই প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা শিশুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশে বলা হয়েছে একজন ব্যক্তির জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ খুবই জরুরী। কওমি মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষাকে পাঁচ বছর মেয়াদী করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে কুরআন শিক্ষা ও দ্বীনিয়াতকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলা, অংক, ইংরেজী, উর্দু, আরবী ও সমাজ-বিজ্ঞানকে সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ছয় বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা ভর্তি হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ অবৈতনিক বাধ্যতামূলক এবং সবার জন্য একই মানের। দেশের প্রতিটি গ্রামে ন্যূনতম একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেসব মাদরাসায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা চালু আছে সেখানে প্রাথমিক শিক্ষাকে আরো জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে একক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার জন্য পদক্ষেপ নেয়ার বিষয় ভাবতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশে এ স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। শিক্ষা জীবনের শুরুতে শিক্ষার্থীর মন মস্তিষ্কে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আস্থা গেঁথে দেয়া। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর নাজিলকৃত দ্বীন সর্ব [illegible] এটা অনুধাবন করানো। ইসলামে দ্বীন ছাড়া মানব জীবন অপূর্ণ-বাস্তবতার [illegible]পটে শিশুর সামনে তা পরিষ্কার করে দেয়া।

শিশুকালেই শিক্ষার্থীদের মাঝে ধর্মানুরাগ, ন্যায়বোধ, শৃঙ্খলা, অধ্যবসায় ও দেশাত্মবোধ ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষে এই শিক্ষার্থী যেনো উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী হয় সেজন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা নেয়া।

প্রাথমিক স্তরে যেনো কোনো শিক্ষার্থী ঝরে না পড়ে সেদিকে কঠোর নজর দেয়া।

দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের [illegible] প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের আবাসিক রেখে পড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ। এক্ষেত্রে সুলভে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি বর্জন করে এ ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করার প্রতি আগ্রহী করা এবং আগ্রহী করা। শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

বয়স্ক পুরুষদের শিক্ষার জন্য দেশের মসজিদ-মাদরাসাসমূহে সুবিধাজনক সময় নির্দিষ্ট করে পাঠদানের ব্যবস্থা করা। বয়স্কা নারীদের জন্য পূর্ণ পর্দাসহকারে মহিলা শিক্ষকদের দিয়ে দ্বীনদার ভাইদের ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার স্থান নির্বাচন করা প্রাথমিকভাবে বয়স্ক শিক্ষাকে ব্যাপকীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও আলেম-উলামাদের সম্পৃক্ত করে সংক্ষিপ্ত শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা। বয়স্ক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিটি পাঠদান কেন্দ্রে স্থানীয় আলেম, ইমাম, শিক্ষকদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী কমিটি করা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে সুপারিশ হচ্ছে:

কওমি শিক্ষা ব্যবস্থায় সপ্তম শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর শুরু হবে। মাধ্যমিক স্তর ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর মিলিয়ে মোট চার বছরের শিক্ষা স্তর। এই স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুযায়ী পরবর্তীস্তরে উন্নীত হবে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে সুপারিশ হচ্ছে:

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মেধা ও সম্ভাবনার বিকাশে সাহায্য করা।

সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য মাদরাসার সার্বিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা।

মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর জন্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বাস্তবায়ন করা। মাধ্যমিক স্তর যেহেতু শিক্ষার অন্যতম স্তর তাই সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা।